দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 18 MAR 1986
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

মঙ্গলবার, ৪ঠা চৈত্র, ১৩৯২

মীরপুরে হাঙ্গামা

ছাত্র-জনতা ও পুলিশের সংঘর্ষে মীরপুরে ৪০ জন ছাত্র ও ৭ জন পুলিশ আহত হইয়াছে। আহতদের প্রায় সকলেই এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তন্মধ্যে ৭ জনের অবস্থা গুরুতর। সংশ্লিষ্ট মহল সূত্রে জানা যায়, তাহারা এখন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে।

একটি কোস্টার চালকের বেপরোয়া মনোবৃত্তি হইতে এই পঙ্কযজ্ঞের সূচনা। জানা যায়, জনৈক পথচারীকে আহত করিয়া পলায়নকালে মীরপুর টেকনিক্যাল স্কুলের ছাত্ররা কোস্টারটিকে আটক করে। এবং কোস্টারে উঠিয়া চালকের কাছে পলায়নের কৈফিয়ৎ চায়। সুযোগ বুঝিয়া চালক ছাত্রদেরসহ কোস্টার নিয়া সামনের দিকে অগ্রসর হয়। তখন অন্য বাস চালক ও কণ্ডাক্টররা আসিয়া যোগ দেয়। ফলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। তাহারা ছাত্রদের নাজেহাল করা ছাড়াও দুইজনকে আটক করিয়া রাখে। এই সংবাদ প্রাপ্তির পর ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বাস শ্রমিক ও ছাত্রদের মধ্যে সংঘাত বাধিয়া যায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া ছাত্রদের লাঠিচার্জ করে। এই সময় এক দল লোক হোস্টেলে প্রবেশ করিয়া ছাত্রদের বই-পত্র বিনষ্ট করে ও দুইটি কক্ষে আগুন ধরাইয়া দেয়। ফলে কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয় 'ইত্তেফাকের' সচিত্র প্রতিবেদন হইতেই তাহা অনুমান করা যায়। সংবাদটি পড়িলে যে ধারণার জন্ম হয় তাহা হইল, মানবতার ডাকে সাড়া দেওয়ার খেসারত। ছাত্ররা মানবতার আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়াই যে শেষ পর্যন্ত আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে প্রকাশিত খবরে ইহার আভাস স্পষ্ট।

তবু ঘটনার জন্য কে দায়ী, সে সম্পর্কে আমরা কোন সুস্পষ্ট রায় দিতে চাই না। কারণ রায় প্রদান করার এখতিয়ার সংবাদপত্র বা সাংবাদিকদের নাই। তবে আলোচ্য ঘটনা হইতে দুই-তিনটি জিনিস স্পষ্ট। এক, বেপরোয়া গাড়ী চালনা; দুই, আহতকে পথে ফেলিয়া পলায়ন এবং তিন, শক্তি প্রদর্শন।

ইহাছাড়া আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা। একটু ফাঁকা রাস্তায় বেপরোয়া গাড়ী চালনা নূতন নয়। পথচারীর জীবনের নিরাপত্তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই এক শ্রেণীর চালক গাড়ী চালাইয়া থাকেন। ফলে দুর্ঘটনা অনিবার্য হইয়া উঠে। আজকাল দুর্ঘটনার পর দেখা যায় সংঘবদ্ধ গাল্টা আক্রমণের প্রবণতা। প্রকাশিত খবর হইতে মনে হয়, মীরপুরেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

আমরা এই ধরনের ঘটনাকে খুব সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। দেশে এখন এক বিশেষ অবস্থা বিদ্যমান। তুচ্ছতম ঘটনা উপলক্ষ করিয়া বিরাট লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়া যাওয়া বিচিত্র নয়। এই সময় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা এমন সাবধানী হওয়া দরকার, যাহাতে কাহারও মনে কোন সংশয় জাগিতে না পারে। কিন্তু আলোচ্য ঘটনায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের ভূমিকা কি তেমন ছিল?

মীরপুর টেকনিক্যাল স্কুলের ছাত্র এবং বাস-শ্রমিকদের মধ্যে সৃষ্ট হাঙ্গামার জন্য কে দায়ী, উপযুক্ত তদন্তের মাধ্যমে উহার প্রতিকার করা প্রয়োজন। সাথে সাথে সকল মহলেরই মনে রাখা দরকার যে, শক্তি দিয়া সবকিছুর মোকাবিলা করার শেষ পরিণাম শুভ হয় না। শক্তি কাহারও একচেটিয়া সম্পদ নয়। গাড়ী চালনার ব্যাপারে ড্রাইভারদের সচেতনতার পাশাপাশি অন্যদেরও কিছু সহিষ্ণুতা প্রয়োজন। 'সব দোষ কেস্টার' এই মনোবৃত্তি কোনদিনই সমস্যার সমাধান করে না। আমরা আলোচ্য ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত, প্রতিকার এবং ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রদের ক্ষতিপূরণ দান করার প্রয়োজন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি।